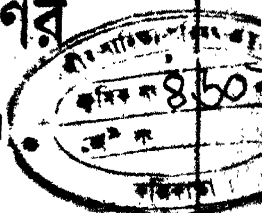
মহীরাবণের

আত্ম-কথা।



কলিকাতা,

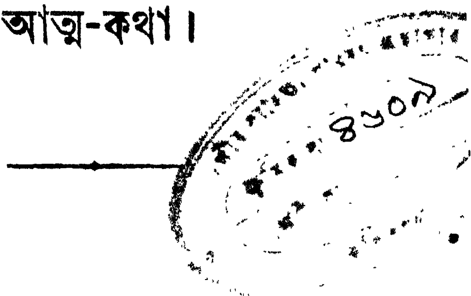
৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

মহীরাবণের

আত্ম-কথা।



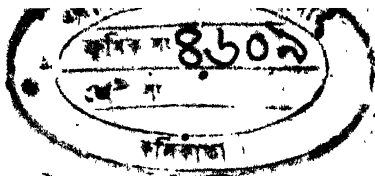
কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

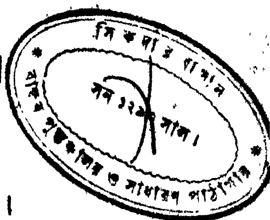
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫ সাল।



মহীরাবণের

আত্ম-কথা।



—•—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি করি? কোন্ দিকে যাই? কোন্ পথ ধরি?

গ্রন্থকার হইব, না পেটেণ্ট-ঔষধের বিজ্ঞাপন দিব? উঁহু,—খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র প্রকাশ করি না কেন? তাতে কি সুবিধা হবে? আচ্ছা,—রাজনৈতিক-বক্তৃতা এবং সেই সঙ্গে একটী ইংরেজী-স্কুল স্থাপন করিলে চলে না কি? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিয়া ধর্ম্মনৈতিক সন্ন্যাসী সাজা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নয় কি? আমার চলে কিসে? আমি করি কি?

বেশী বয়স বলিয়া গবর্ণমেণ্ট চাকুরি দিল না; হাতের লেখা খারাপ বলিয়া সওদাগর আফিসে স্থান পাইলাম না; ব্যাকরণে কম-দখল-হেতু মাষ্টারি হইল না; জমাখরচ-বোধ না থাকায় গোমস্তাগিরি হইল না; একটু হাতটান

বলিয়া বিল-সরকারী জুটিল না; টেড়িকাটি বলিয়া খান-সামাগিরি মিলিল না; অল্প উপর-নজর আছে বলিয়া কাহারও বাসায় স্থান পাই না; বিষম অভিমান এবং লজ্জাবোধ আছে বলিয়া, মুটেগিরিও করিতে পারি না।

অথচ আমি, জানি না কি, পারি না কি, করিই না বা কি? তুমি মনে মনে বলিতেছ, আমি সংস্কৃত জানি না। শ্লোক শুন।—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

এবার তুমি ভাবিতেছ, আমি নিশ্চয়ই উর্দ্দু জানি না। তবে বয়েদ্ শুন,—

চল্‌তি চক্কি দেখ্ কর্ দেয়া কবিরা রো।
দো-বাট্‌নকে বিচ্‌মে সাবেৎ-গিয়া নকো॥

এখন বোধ হয় ঠিক করিতেছ, বঙ্গভাষায় আমি সুলেখক নহি। হা-হা-হা!! হাসিয়া নাড়ী ছিঁড়িয়া যায় যে! মনে করিলে আমি পদ্যে গদ্যে হদ্দমুদ্দ শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দিতে পারি! কথায় বিশ্বাস না হয়, একবার রচনাটা দেখিয়া লও। কি লিখিব বল?—যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে।

মেঘ বর্ণন করিব?—আচ্ছা লাগে।

"অকস্মাৎ অনন্ত আকাশ-মণ্ডল ঘোর ঘর্ঘররবে ঘনঘটাচ্ছন্ন

হইল। সম্বর্ত্তাদি অম্বুবাহ চতুষ্টয় গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনিতে গম্ভীর গগন-গাত্রে গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই মহাধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পরিণত হইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রিত হইতে থাকিল! সেই সময় গদগদ-নাদবতী গোদাবরী নদী গিরি-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া সেই প্রতিধ্বনির সহিত প্রীতিভরে যোগদান করিল। তখন পোষাকী-প্রিয়ম্বদাগণ সভয়ে চক্ষু মুদিয়া ফেলিলেন। আটপৌরে মহিলাকুল বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। গর্ভিনীর গর্ভপাতের উপক্রম হইল। ভাবুক ভক্তবৃন্দ, ভাববিহ্বল হইয়া—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

ইত্যাদি রূপে গান ধরিল। আর, কবি তখন কি করিলেন? স্বভাবকবি স্বয়ং সশরীরে গড়ের মাঠে গিয়া মনুমেণ্টের ছাদে উঠিয়া নীলনভোমণ্ডলে নয়ন ন্যস্ত করিয়া, নীল কাগজে নীল পেন্সিলে খাঁটি কবিতা লিখিতে সুরু করিলেন। ঔপন্যাসিক, মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়াইয়া কবির উদ্দেশে হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিলেন,—"ভায়া হে! অদ্যকার মেঘের সব কবিত্বটুকু তুমি একা ছাঁকিয়া লইও না, আমাকে অন্ততঃ কিছু ভাগ দিও,—আমারও ত চলা চাই!" এবম্প্রকারে পৃথিবীর প্রত্যেক পরদায় মেঘ-পরিপূর্ণ হইলে,

হঠাৎ এক বিকট চীৎকারে এক বজ্র নিপতিত হইল। তাহাতে পৃথিবী ধ্বংসমুখে উপনীত হইল। হরি হরি!"

এইত? –কেমন হইল? এমন আর কোথাও আছে কি? বলুন,—আপনিই বলুন,—ইহা প্রথম শ্রেণীর লেখা কি না?

আর, আমার ইংরেজী প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা—তাহাত সকলেই দেখিয়াছ, এবং শুনিয়াছ। সুতরাং এ স্থলে তাহার নমুনা দেওয়া অনাবশ্যক।

পারি না কি? সাক্ষ্য দিতে পেলে, জেরায় আমাকে কেহ পাড়িতে পারে না। আমার কথা সত্য, কি মিথ্যা—তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। আমার মিথ্যা কথায় লোকের সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমার সত্য কথায় লোকের মিথ্যা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোন মোকদ্দমায় সাক্ষীর আবশ্যক হইলে, বাদী প্রতিবাদী উভয়েই অগ্রে আমাকে লইয়া টানাটানি করে।

আলোক বরং বাধবাধ ঠেকে; কিন্তু আমি অন্ধকারে স্পষ্টই দেখিতে পাই। লোকের সদর অন্দরের সংবাদ রাখি। যে কাজে যিনিই আমাকে নিযুক্ত করুন না কেন,—সর্ব্বসময়ে তাহা হইতে উপরি-পাওনা লইতে পারি।

পরদ্রব্যগ্রহণে আমার মনে দ্বিধাভাব উপস্থিত হয় না। চাহিয়া খাইতে আমার লজ্জা নাই। পরের রক্তশোষণে

আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই। পরকুৎসায় আলস্য নাই। আমি শিষ্টেরও দমন, দুষ্টেরও পালন করিতে পারি। আমি পয়সা লইয়া জিনিস দিই না। এবং জিনিস লইয়া পয়সা দিই না। আমি পারি না কি?

আমার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে আমাকে বাঙ্গালার বড় লাট করিয়া দিলে অনায়াসে বঙ্গদেশ শাসন করিতে পারি। উকীল করিয়া দিলে, এতদিন এডভোকেট-জেনারেল হইতাম। বিলাত গেলে নিশ্চয়ই পালেমেণ্টের মেম্বর হইতে পারিতাম।

আমি করি নাই বা কি? গ্রন্থ লিখিয়াছি, বেদ সমালোচন করিয়াছি, পরদ্রব্য না বলিয়া লইয়াছি, পরের লেখা আপন বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, টিকিট না লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়াছি, ঘোড়গাড়ী চড়িয়া বাটী আসিয়া, ভাড়া না দিয়া গাড়োয়ানকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। ইহা ব্যতীত দিন কতক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইয়া অনেক গুলি লোককে যমালয়ে পাঠাইয়াছি; কয়েকটা কুলকামিনীকে উচ্চশিক্ষা দিয়া সংসারের সারতত্ত্ব বুঝাইয়া আলোকে আনিয়াছি; ধর্ম্ম এবং রাজনীতির নামে কিঞ্চিৎ পয়সাও পাইয়াছি।

এত সারসম্পন্ন হইলেও আমাকে কেহ লয় না। আমি করি কি? কোন দিকে যাই? কোন পথ ধরি?



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি কি করি? কোন্ দিকেই যাই? কোন্ পথ ধরি?

আমার ভাবনা কি? সম্মুখে বহুতর সোজা পথ পতিত;—একটা ধরিলেই হইল! তবে এইটী মাত্র বিবেচ্য,—কোন্ পথে সুখসম্পদ অধিক!

আচ্ছা, গ্রন্থকার হইনা কেন? কাজও সোজা, নাম যশও আছে- পয়সাও কম নহে! একখানি বর্ণপরিচয় দেশময় চালাইতে পারিলেই, একেবারে নিশ্চিন্ত! প্রত্যহ দশটাকা আয়ের কম হইবে না। ৮৲ টাকা বাজে খরচ কর,—আর, বাকী ২৲ টাকায় খাও, পর, থাক। বর্ণপরিচয় লেখাও সোজা;—"ক, খ, গ, ঘ, ঙ—কর, খল, গণ, ঘট,—লাল ফুল, সোজা পথ, কালো জল,—গিরিশ ছুরিতে হাত কাটিয়াছে, শ্যাম দুয়াতের কালী ফেলিয়াছে"—একজন বোকাও এরূপ লেখা লিখিতে পারে।

কিন্তু কথা এই—আমার বাহাদুরী কোথা রহিল? যাহা বোকার সাধ্য—তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে সঙ্কল্প করাই আমার পক্ষে বিষম বোকামি! অতএব বর্ণপরিচয় লেখা হইল না।

উপন্যাস করিলে ক্ষতি কি? সব দিকই বজায় থাকে! একাজ অতি সহজ,—এবং খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিলক্ষণ!

সোজা—কেন না ইহাতে ভাবনা চিন্তা আদৌ নাই। কৃতীর মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ থাকা একান্ত আবশ্যক কি না,—তাহাও সন্দেহস্থল। 'মাছিমারা' কেরাণীকুল কর্ত্তৃক এ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সংঘটিত হইতে পারে। যৎদৃষ্টং তল্লিখিতং।

খ্যাতি বিলক্ষণ—কেন না নামটী হয় "ঔপন্যাসিক।" কেমন গালভরা গোল নাম! বাগবাজেরর বড় বড় রসগোল্লা অপেক্ষা রসপ্রদ!

তবে একটু সাবধানে এ কর্ম্ম করিতে হয়; ঘরে খিল দিয়া করিলেই ভাল হয়। তদভাবে লোকের চোখে ধূলা দিয়া। ধরা পড়িলেই বা ভয় কি? চক্ষু লাল কর—মিথ্যা কথার মহাজাল বিস্তার করিয়া ধমক দাও—এবং ছলে বলে কৌশলে অভিযোক্তাকে জব্দ করিবার চেষ্টা কর।

উপন্যাস করি কি ক'রে? কা'কে ডাকি? মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদের আরম্ভে বাল্মীকির শরণ লয়েন,—

নমি আমি, কবিগুরু! তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরোচূড়ামণি!

মনে করিওনা যে, আমি উপন্যাস করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না! এসব কাজে চিরপ্রথামত একটা গুরু কাড়িতে হয়, গৌরচন্দ্রিকায় দুচারি লক্ষ ঝাড়িতে হয়,—

তাই একটু আড়ম্বর করিতেছি। নচেৎ এসব কিছুই নয়!

আমিও কি বাল্মীকিকে গুরুত্বে বরণ করিব? কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কৈ? মাইকেল আগে ইহাঁকে ছুঁইয়াছেন। পুরাতনে প্রীতিবর্দ্ধন হয় না। বিশেষ, বাল্মীকি সংস্কৃত এবং নাগরী। একে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ; তাহার উপর তড়িৎ-তারপথ, লৌহ-অশ্ব, এবং বাষ্পীয়-ব্যোমযানের চরম উন্নতির কাল উপস্থিত; তস্য উপর সর্ব্বত্রই প্রতিনিধি-প্রণালী এবং নির্ব্বাচন-প্রথা। এহেন কালে আমি নাগরী বাল্মীকিকে লইয়া কি করিব? নাগরী বাজারে বিকায় না, ইংরেজী এখন শালগ্রামের চক্রে। তবে এখন শুন, আমার গুরু কে?

নমি আমি, গুরুদেব! তব পদাম্বুজে,
স্কট মহাশয়! ম্লেচ্ছভূমে জন্ম বটে,
গোমেষ মোরগ কত উদরে বিরাজে;
সদা কদাচার-ময়; মদে মাতোয়ারা।
কিন্তু বলিলে কি হয়? —নমি বারবার!
হে ঔপন্যাসিক কুলগুরু!—জীবন-সম্বল!
তব পাদপদ্ম ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে!
কাঙ্গালী বাঙ্গালী কত, ব্রাহ্মণ কায়স্থ

তব পাদোদকপানে পরিতৃপ্তপ্রাণ !
ঐ ভানহো কল্পতরু ছায়া সুশীতল,—
থলো থলো ঝুলে সুধা ফল ; ডাঁটা, পাতা,
ডাল, ছাল, ফুল, মূল—মিছরির তার !
তলে তার বসি, লয়ে—মসি, পত্র, পেন্।
যা চাই, তা পাই ; চিত্তে চিন্তা কিছু নাই।
মুঠার ভিতর সব রতন মাণিক।
ধন্য তুমি ম্লেচ্ছকুলে স্কট মহাশয় !
লক্ষ লক্ষ শিষ্য তব এ ব্রহ্মাণ্ডময় !

স্যর ওয়াল্টার স্কটকে গুরু করিলাম বটে, কিন্তু ইহাতে এক অসুবিধা দেখিতেছি। স্কটের রাঙা পদের রস লইতে হইলে, রাজপুতানা-অঞ্চল হইতে নায়ক-নায়িকার আনদানি করা আবশ্যক। কিন্তু রাজপুতানা'ত এক রকম উজাড় ! "দুর্গেশনন্দিনী", "বঙ্গবিজেতা" "বঙ্গাধিপপরাজয়"—ইহাঁরা ত সে প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া, মনের মতন নায়করতন, সযতনে গ্রহণ করিয়াছেন,—এখন আমার দশায় হয় কি ? উদ্যান,—মল্লিকা, মালতী, গোলাপ শূন্য,—আমি কি কেবল ধুতরা ফুলের মালা গাঁথিব ? আমি কি এঁটো পাতে বসিয়া উচ্ছিষ্ট ফল চুষিব ?

অহো, কি মন্দভাগ্য ! রাজপুতানা হইতে নায়ক নায়িকা

আনিতে পারিলে বড়ই সুবিধা ছিল! নায়িকা যুবতী না হইলে উপন্যাস চলে না। পোড়া-বঙ্গদেশে যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। বাঙ্গালীপাঠক এ বিষয় প্রত্যহ চাক্ষুষ দেখিয়া থাকেন। সুতরাং ফাঁকি দিবার যো নাই। কিন্তু রাজপুতানা হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত; তথায় স্ত্রীলোকের বিবাহ যৌবনে হয়, কি বাল্যে হয়,—তাহা কে দেখিতেছে বল? আর যদিই দুই একজন দেখিয়া থাকেন,—তাঁহাদিগকে মানে কে?—তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করে কে?—তাঁহারা 'সংখ্যার দাস'। ভোটে তুলিলে নিশ্চয় হারিবেন! আমার দিকে এককালে চৌদ্দ কোটী হাত উত্থিত হইবে, তাঁহাদের দিকে হদ্দ আটটী হাত উঠিবে! সুতরাং শত্রুপক্ষের পরাজয় সম্পূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী।

আরও সুবিধা এই, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নায়ক নায়িকার জন্মকাল। তাঁহাদের চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত করি না কেন—পাঠককে তাহাই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তিনশত বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ কে জানে বলুন? নায়িকাকে আধা-বাঙ্গালিনী, আধা ইংরেজিনী করিলে বেশ মুখ-রোচক মজেদার মসলা হইয়া উঠে! আধা-শ্যামল, আধা-শ্বেত,—আধা-বউ, আধা বিবি,—আধা-গৃহিণী, আধা-রঙ্গিণী—আধা-প্রেম, আধা-কাম,—আধা-ঘোমটা, আধা-

খেম্‌টা—আধা-রামায়ণ, আধা-পাঁচালি ;—উভয়রস এইরূপ আধা-আধি মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব রসের নায়িকা সৃষ্টি হইয়াছে। বাজারে একচেটে রাখিবার জন্য উচিত ছিল,—নায়িকাকে পেটেণ্ট করিয়া লওয়া।

যাহাই হউক, এরূপ নায়িকা পাইলে লাভ বিলক্ষণ। তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা,—ধরিতে ছুঁইতে কেহই নাই,—বলিব,—ইনিই বীরভদ্রসিংহের কন্যা। হায়-হায়! কন্যাটীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়-হয় হইয়াছে; উচ্চকুচগিরি অভ্রভেদ করিবার উপক্রম করিয়াছে; আয়ত লোচনের বঙ্কিম দৃষ্টিতে পুরুষপ্রাণ পাগল করিয়া তুলিয়াছে; মধুর অধর দিয়া হাসি-সুধা সদাই ঝর্ ঝর্ ঝরিতেছে; মুখ-চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় দশ দিক প্রফুল্লিত হইয়াছে; দন্তপাতি কুন্দকুসুমকে লজ্জা দিতেছে; কণ্ঠে কোকিলকুল আকুল হইয়া উড়িতেছে! ইহার উপর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস আছে; হা হতোস্মি, দগ্ধোস্মি আছে; বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া আছে; চক্ষু-প্রস্রবণ হইতে অবিরত জলধারা আছে। ত্রুটি কোন রকমই নাই। এহেন অবিবাহিতা নায়িকা প্রেমমন্দিরে শিবসম্মুখে বসিয়া কেবল প্রেমের কথা মনোমধ্যে তোলা-পাড়া করিতেছেন।—একটী উপযুক্ত নায়ক পাইলেই তিনি দেহ-প্রাণ সঁপিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। এমন না হইলে কি

নায়িকা? আর, এমন নায়িকা না হইলে কি উপন্যাস? প্রেমবার্ত্তা-অনভিজ্ঞ নয় বৎসরের বালিকা নায়িকা হয় না; প্রেমরসবিশুষ্কা তিন-ছেলের-মা কখন নায়িকা হয় না। পঞ্চদশ হইতে উনবিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নায়িকা হইবার উপযুক্ত কাল। কিন্তু বাঙ্গালা মুলুকে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ পর্য্যন্ত বয়সের অবিবাহিতা স্ত্রীলোক মিলে না! যদি একান্তই রাজপুতনা হইতে নায়িকার আমদানি বন্ধ করিতে চাও-তবে বঙ্গে বালিকাবিবাহ উঠাইয়া দাও। বালিকাবিবাহ না উঠাইলে, বাঙ্গালা-উপন্যাস চলিবে না।

দুইটী যুবতী রমণী, এবং দুইটী যুবাপুরুষ হইলে,—উপন্যাস জমে ভালো। এইরূপ হওয়া চাই,—

১নং যুবতী

২নং যুবতী

১নং যুবক

২নং যুবক

১নং যুবতীর সহিত ১নং যুবকের আসল পবিত্র প্রণয় থাকিবে। ২নং যুবতী ১নং যুবককে প্রাণ খুলিয়া আসল ভাল বাসিবে।—১নং যুবক ২নং যুবতীকে ভাল বাসিবে বটে,—কিন্তু তাহা আসল ভালবাসা হইবে না। ২নং যুবক ২নং

যুবতীকে আসল ভালবাসিবে; ২নং যুবতী ২নং যুবককে ভাল বাসিবে বটে. কিন্তু তাহা আসল নহে।

পাঠকের বুঝিবায় বুঝি কষ্ট হইল। তবে একটু খুলিয়া বলি! ১নং যুবতী ১নং যুবককে বলিবে, "বঁধু হে! তুমি আমায় বিবাহ কর।" ১নং যুবক বলিবে, "প্রিয়তমে! তাহাই করিলাম।" ২নং যুবতী ১নং যুবককে বলিবে "বঁধু হে! তুমি আমাকে বিবাহ কর।" ১নং যুবক বলিবে, "সে কাজ আমি পারিব না। তুমি পত্নী নহ, তুমি ভগিনী।" ২নং যুবক ২নং যুবতীকে বলিবে "প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমায় বিবাহ কর।" ২নং যুবতী উত্তর দিবে "সে কাজ আমি পারিব না, তুমি স্বামী নও, ভ্রাতা।"

এইরূপ নরনারী চতুষ্টয় লইয়া, একটা ঘোট-মণ্ডলী করিয়া, তিন চারিশত পাতায় এক খানি উপন্যাস শেষ করিতে হইবে। ইহাই হইল প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। যিনিই ঔপন্যাসিককুলচূড়ামণি, তিনিই এইরূপ গ্রন্থ লিখিবেন। পাঠক সজীব দৃষ্টান্ত দেখুন,—

ঐভানহো

১নং যুবতী—রৌএনা।	স্কট চন্দ্র
২নং যুবতী—রেবেকা।	
১নং যুবক—ঐভানহো।	
১নং যুবক—তেম্পলার।	

দুর্গেশনন্দিনী

১ নং যুবতী—তিলোত্তমা। ২ নং যুবতী—আয়েষা। ১ নং যুবক—জগৎসিংহ। ২নং যুবক ওস্‌মান খাঁ	বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গবিজেতা

১নং যুবতী—সরলা। ২নং যুবতী—বিমলা। ১নং যুবক—সুরেন্দ্রনাথ ২নং যুবক—শকুনি।	রমেশচন্দ্র

এই তিনখানি উপন্যাস। কিন্তু ইহা একেই তিন, তিনেই এক। একটী বোটায় যেন তিনটী ফুল ফুটিয়াছে। অথবা যেন এক মায়ের গর্ভে একই ক্ষণে তিনখানি উপন্যাস জন্ম গ্রহণ করিয়া একই সময়ে ধরাধামে নিপতিত হইয়াছে। যমজ দেখিয়াছি,—কিন্তু 'ত্রিমজ' কখন দেখি নাই। দুপিঠ সমান দেখিয়াছি, কিন্তু তিন পিঠ সমান কখন দেখি নাই।

আহা! কিবা অভূতপূর্ব্ব মিলন! স্কটের ২নং যুবতী রেবেকা কারাকক্ষে ১নং যুবতী ঐভানহোর ক্ষত স্থানে মলম মালিস করিয়া সেবা করেন; বঙ্কিম বাবুর ২নং যুবতী আয়েষা কারাকক্ষে ১ নং যুবতী জগৎসিংহের ক্ষত স্থানে মলম মালিস

করিয়া সেবা করেন, রমেশচন্দ্রের ২ নং যুবতী বিমলা কারা-কক্ষে ১নং যুবক সুরেন্দ্রনাথের ক্ষতস্থানে মলম মালিস করিয়া সেবা করেন। এই সেবার প্রতিফল স্বরূপ উক্ত যুবতীত্রয়, যুবকত্রয়ের নিকট প্রার্থনা করেন,—"নাথ হে! তুমি আমায় বিবাহ কর।" কিন্তু অকৃতজ্ঞ যুবকত্রয় উত্তর দিল, "বিবাহ কিছুতেই করিতে পারি না; কারণ তুমি ভগিনী, আমি ভ্রাতা।" কি লোমহর্ষণ মিল!

শুধু ঘটনায় ঘটনায় মিল নহে। পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে, দীর্ঘনিশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাসে মিল আছে। মিলনে মিলনে বলিহারি যাই,—একবার হরি হরি বল ভাই।

যদি কাহারও সখ হয়, তবে তিনি ঐভানহোর শেষ-পরিচ্ছেদটীর সহিত দুর্গেশনন্দিনীর শেষ-পরিচ্ছেদটী মিলাইয়া দেখিতে পারেন। সেই ২নং যুবতী রেবেকা বা আয়েষা, সেই দাসী, সেই গহনার বাক্স, সেই মণিমুক্তা দান, সেই দীর্ঘনিশ্বাস, সেই ভাঙ্গাবুক, সেই চোখের জল, সেই বিদায়!!—সবই সেই এক! এক নয় কেবল, অক্ষর,—একটী—বাঙ্গালা, অপরটী—ইংরেজী।

ইহাতে সুনিশ্চয়রূপে কেহ যেন মনে না করেন,—দুর্গেশনন্দিনী ঐভানহোর অনুকরণ;—অথবা, বঙ্কিম বাবু স্কটের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া, অথবা না-বলিয়া পরদ্রব্য-গ্রহণ-

নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক, মশলা সংগ্রহণান্তর, দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত-লাকলাইন-দড়ি দ্বারা অবগত আছি, বঙ্কিমবাবু দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্ব্বে বা পরে, অথবা ইহজীবনে কখন ঐভানহো পড়েন নাই; এবং পড়িবেন কি না সন্দেহ! তবে যদি বল, এমন মিল, হইল কেন? ইহার প্রমাণ আছে। আমিই প্রমাণ। আমি স্বয়ং কখন ঐভানহো, দুর্গেশনন্দিনী, বা বঙ্গবিজেতা পাঠ করি নাই, অথচ আমিই উক্ত উপন্যাসত্রয়ের সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলাম। যখন এ কথা আমি স্বয়ং নিজে বলিতেছি, তখন ইহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারেন না। এইবার বিচারকগণ ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করুন,—আসামীকে দণ্ড বা খালাস দিন্;—প্রমাণ আপনাদের করতলগত।

বাজেলোকগুলাকে একটী গূঢ় কথা বলি। যাঁহারা মহা-ঔপন্যাসিক, তাঁহারা দৈববলসম্পন্ন এবং ঈশ্বরের "জানিত" ব্যক্তি। জগতে ভাল কথা দুইটী, কি তিনটী আছে। মহা-ঔপন্যাসিকগণ কখন ভাল ভিন্ন মন্দ কথা লেখেন না। কাজেই তাঁহাদের পরস্পরের মিল থাকিয়া যায়। যখন 'ভাল কথার' সংখ্যা দুটী বা তিনটী, তখন মন্দ কথা না লিখিলেও পরস্পর অমিল ঘটে না। কিন্তু মহা-ঔপন্যাসিক-গণকে মন্দ কথা লিখিতে নাই। সুতরাং ঐভানহো যা,

দুর্গেশনন্দিনীও তা, বঙ্গবিজেতাও তাই। অতএব গ্রন্থকারগণের কোন দোষ নাই।

সর্ব্বসময়ে গ্রন্থে গ্রন্থে যে ঠিক মিল থাকিবে তাহা নহে। কখন অনুকরণ হইবে, কখন আদর্শ-গ্রহণ হইবে, কখন বা ছায়া-সংগ্রহ হইবে। মোদ্দা, কোন না কোনরূপে গুচ্ছ-সংমিলন থাকা চাই-ই। একথা একদিন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর রচিত ৺দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীগ্রন্থে ১১পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"বাঙ্গালী পাঠকমধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাস-ইংরেজী গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। * * * * সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা প্রাচীনতর গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ, ইনিয়াদ ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?"

বাল্যকালে, এক বৃদ্ধ ধোবানীর নিকট আমি একটী সৎ-শিক্ষা পাইয়াছিলাম। ধোবানী বহুলোকের কাপড় কাচিত, বহুটাকা রোজগার করিত;—কিন্তু কিছুতেই তার কুলাইত

না; সে, ধারে ডুবিয়াছিল। ধোবানী খাইয়াই ফকীর। মাছ বা সন্দেস, তাহার সম্মুখ দিয়া যাইলে, আর রক্ষা ছিল না; মাছটা পাঁচ সেরই হউক, সন্দেস পাঁচ সেরই হউক,—সম্মুখে পড়িলে ধোবানীকে তাহা কিনিতেই হইবে। একদিন ধোবানীর অন্নসংস্থান নাই,—একটা ঘড়া বাঁধা দিতে আসিয়াছে। পাড়ার একজন বৃদ্ধ বলিল, "কেন বাছা, তোমার এত ধারকর্জ্জ হয়? একটু বুঝিয়া সমঝিয়া চলিলেইত দুঃখ ঘুচে।" ধোবানী চক্ষু রক্তবর্ণ করিল; ক্রোধ-কর্কশ স্বরে উত্তর দিল,—"ধার কোন্ শালার নাই? এই সেদিন রায় বাহাদুর মরে গেল,—তার দশ হাজার টাকা দেনা। রাজা রাধামাধবের হাতী ঘোড়া, গাড়ীর অভাব ছিল না; কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল, বাড়িটী তার বাঁধা।—তাই বলি, ধার কোন্ শালার নাই?"

ধোবানীর নিকট শিক্ষা পাইয়া, আমিও কি আজ বলিতে পারি না,—"অনুকরণ কোন্ সাঙাতের নাই? এই সেক্ষপীয়র-সেঙাৎ, তাহার প্রায় সমস্ত নাটক কোন না কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনুকরণ করিয়াছে। মহাভারত-সাঙাৎ, রামায়ণ-সাঙাতের অনুকবণ। দুর্গেশনন্দিনী-সাঙাতনী, ঐভানহো-সাঙাতের অনুকরণ। (অবশ্য ঐ বিষয়ে মতান্তর আছে)। তাই বলি, অনুকরণ কোন্ সাঙাতের নাই? আজ আর থাক্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপন্যাস করিতে হইলে, আগে রুচিটা মাজিয়া ঘষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। রুচিটা ঠিক হইলে, চিরকাল নিশ্চিন্ত।

রুচি তিন প্রকার। সুরুচি, কুরুচি এবং অরুচি। যাহা আমার, তাহা সুরুচি; যাহা পরের, তাহা কুরুচি বা অরুচি। ইহা হইল,—দার্শনিক মত।

কুরুচি দুই প্রকার। সহজ এবং বিষম! ব্রহ্মজাতীয় সহজ কুরুচি বড়ই লোক-ভয়ঙ্করী। এ অপূর্ব্ব অনন্তজালে মাছিটী পর্য্যন্ত এড়াইতে পারে না। এ কুরুচি কেমন?—তবে শুন;—

কোকিল কূজন, ভ্রমর গুঞ্জন, চামর ব্যজন—ইহা ব্রহ্ম-জাতীয় সহজ কুরুচি। আরও কত কি আছে!

বলুন, বলুন,—শুনিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হউক। তবে কর্ণ দিয়া এ কথা-সুধা পান কর;—

দিবা দ্বিপ্রহর, কমলিনী, করী, চন্দ্র, চকোর, খঞ্জন, নিতম্ব, নাভী, উরু, বসন্তকাল, মলয় পবন, দাড়িম্ব, লাউ, কুঁচ, সুপারি, কমলকলি, দধি, বাঁশ, তালগাছ, খেজুরগাছ, কেশকলাপ, মাথায় লাল পাগড়ী, ঘুনুঘুনু-রুনুরুনু ধ্বনি।

কোন্ কোন্ গ্রন্থ কুরুচি!—

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, লিঙ্গপুরাণ, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, ম্যাকবেথ, টেম্‌পেষ্ট এবং ওয়েবেষ্টার ডিক্সনারি!

কোন্ কোন্ দেবতা কুরুচি?—

শিব, কালী, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং গঙ্গা!

কোন্ কোন্ ব্যাপার কুরুচি?—

বিবাহ, জন্মগ্রহণ, প্রসববেদনা এবং শবদাহ।

সুরুচি কি?—

নিদারুণ গুমট গ্রীষ্ম, ধূতরাফুল, আল্‌কুসী, বিছাত্তি, চামচিকা, বাদুড়, পুঁইপাতা, খুদিপিঁপড়া, বাবালাগাছ, নেড়া-মাথা, হরিতকি, ঘোল, ছেঁড়ামাদুর, ফোক্‌লা দাত, খুক্‌-খুক্ কাশি, গোব্‌দা মুখ, অমাবস্যা এবং গোবরগাদা।

কোন্ কোন্ গ্রন্থ সুরুচি? —

"কবে হেরিলাম?" "নির্জনে নলিনী," "কামিনীকুসুম," এবং "ছোট বৌ?"

কোন্ দেবতা সুরুচি?

ব্রহ্ম।

কোন্ ব্যাপার সুরুচি?

বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, আদালতের জাহাজগিরি;

রাত দুপুরে মেয়ে চুরি; গায়ে পিরিহাণ—কপ আছে, বোতাম আছে,—কিন্তু সব খোলা!

এতক্ষণে ব্রহ্মজাতীর সহজ কুরুচি-সুরুচির প্রকৃত তত্ত্ব কতক বুঝা গেল।

এইবার বাবুজাতীয় সুরুচির ঈষৎ আলোচনা করা যাউক। বড় বিষম সমস্যা আসিল। একটু পদস্খলন হইলে অতল সমুদ্রতলে পতিত হইতে হইবে। দড়ির উপর দিয়া বরং ন্যায়গ্রা পার হইতে পারি, তথাচ একাজ করিতে পারি না। ছোরার দুদিকেই ধার—চালানো শক্ত। একটু নমুনা দেখন না কেন?—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেবী-চৌধুরাণী খুলুন। নিশি সুন্দরী বৈষ্ণবী এবং ভগবদ্গীতা-পড়া মেয়ে-মানুষ। সাগর বৌ যুবতী, রূপবতী এবং তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ব্রজেশ্বর তাঁহার স্বামী। নিশি, ব্রজেশ্বরকে বলিল,—"প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।"

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, "কেন আমি বেস্ বসিয়া আছি।"

তখন নিশি সাগরকে বলিল, "ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান ত আমরা পরের দ্রব্য ছুই না।" হাসিয়া বলিল, "সোণা রূপা ছাড়া।"

ব্র। তবে আমি কি পিতল কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমিত তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘরসংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সক্‌ড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া, ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর! তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর,—কি জানি যদি সক্‌ড়ি হয়।

ব্র। একে ত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও কি যোগ্য নহি?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত; তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক্ কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, "ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিষ গলায় বাঁধিয়া সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী-পীঁড়ির উপর তুলিয়া রাখ্।"

অন্য একস্থানে ব্রজেশ্বর চামর লইয়া পাঁচকড়ী অর্থাৎ ছদ্মবেশিনী সাগরবৌকে বাতাস করিতে লাগিল। স্ত্রী, স্বামীকে বলিল, "একটা কাজ জান?—পাটিপিতে জান?"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিলেন "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব,—সে ত ভাগ্য—

"তবে একবার পা টেপ না" বলিয়া অমনি সাগরবৌ অলতা-পরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল। (দেবীচৌধুরাণী ১১২ পৃষ্ঠা)

গ্রন্থকার বা তদীয় কোন বন্ধু বলিতে পারেন,সাগরবৌয়ের ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল,তাই স্বামীকে দিয়াই পা টিপাইয়া লইয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য,—প্রতিজ্ঞা যদি আরও কিছু উচ্চ-অঙ্গের থাকিত, তাই বলিয়া কি তাহাও চিত্রিত করিতে হইত ?

বিষবৃক্ষ ৫৬ পৃষ্ঠা পড়ুন। শ্রীশচন্দ্র এবং কমলমণি—স্বামী এবং স্ত্রী। পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র। কমলমণি বাপের বাড়ী যাইবেন।

কমলমণি। শুধু কি তাই! (বাপের বাড়ী) সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ, তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন ?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড় গামছা নিয়ে যায় কে ?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড় গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি!

কমলমণির বড় রাগ হইল। তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটী কিল দেখাইলেন। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া, ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইলেন।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বতর্দ্ধিরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিলেন।"

বিষবৃক্ষের ৬৪ পৃষ্ঠায় একটী গান শুনুন,—

হরিদাসী বৈষ্ণবী গৃহস্থ ঘরে আসিয়া গান ধরিল।

"কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে,
কাণে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"
"মরি মর্‌ব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

৮৮ পৃষ্ঠায় একটী গান শুনুন,—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেচে তুল্‌ব নাগর পতন করে কায়॥"

চন্দ্রশেখরের ১৭২ পৃষ্ঠায় শৈবলিনী গাইতেছেন,—

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ!

দুর্গেশ নন্দিনীর একটী গান শুনুন,—

সই! কি ক্ষণে দেখিলাম
শ্যামে কদম্বেরই ডালে!
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর
কালী দিলাম কূলে।
মাথায় চূড়া হাতে বাঁশি
কথা কয় হাসি হাসি
বলে ও গোয়ালা মাসী
কলসী দিব ফেলে!

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুরুচিটা কেহ একবার দেখিবেন কি? বঙ্গবিজেতার ৪র্থ পরিচ্ছদটী পড়ুন। —অমলা যুবতী। বয়স ষোল বৎসর। সরলাও যুবতী,

বয়স কত ঠিক জানি না,—তবে তিনি “প্রেমরাণীতে টলমল করিতেছেন।” সরলা কলসীকাঁখে লইয়া প্রাতে নদীতে স্নান করিতে চলিল।—“পথিমধ্যে কুটীরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরলা ডাকিল—‘সই!’ ডাক শুনিয়া অমলা আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া ও চিম্‌টা কাটিয়া বলিল, ‘তোর যেমন আক্কেল, আমার ঘরে স্বামী, তাতে আবার বৃদ্ধস্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না; প্রভাত না হইতে হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাচিস্!”—এই বলিয়া সরলাকে আবার চিম্‌টি কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল। * * *। খানিক পরে সরলাকে অমলা বলিল,—“তুই যেমন ঢেবু, তোকে কত শিখাব। বলি, মাকে বল্ বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব্ শিখবি।”

এইবার রুচিবিজ্ঞানে দিব্যজ্ঞান জন্মিল। এখন নির্ভয়ে কলম চালাই না কেন?

১ম উপন্যাস।

কাশ্মীরের শেষসীমা গিলগিট-রাজ্য। তথায় এক রস-বতী নব-যুবতী একটী পুরুষের প্রতীক্ষায় আন্‌চান্ করিতে-ছেন। এক রসবান নব-যুবক একটী রমণীর প্রতীক্ষায়-

আন্‌চান্ করিতেছেন। এইরূপ দিনকতক তাঁহারা করিতে থাকুন। শেষে একজন মধ্যস্থ মিলিল। তিনি এক মাস মধ্যে এ মোকদ্দমার সুমীমাংসা করিয়া দিলেন।

২য় উপন্যাস।

ব্রহ্মদেশের শেষসীমা ভামো-রাজ্য। চীন ভামো আক্রমণ করিয়াছে। একটী ব্রহ্মরমণী গাছে উঠিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করিতে লাগিলেন। অমনি শত্রুদল ভয়ে পলাইয়া গেল। রমণীর রূপে জগৎ আলোকিত হইল। সকল পুরুষেই বলিল, আমি উহাকে বিবাহ করিব। রমণী উত্তর দিল,—আমি বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে রাজী নহি,—তবে সকলের সহিত ভ্রাতৃভাব পাতাইতে প্রস্তুত আছি। তখন ঘরে ঘরে আনন্দের জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল।

৩য় উপন্যাস।

হিমালয় পর্ব্বতের ধবলা গিরিশৃঙ্গ। তথায় এক রাজপুত্র কারাগারে বন্দী। প্রাণসংশয়। ক্ষত স্থান দিয়া কেবল রক্ত পড়িতেছে। একটী রমণী রাজপুত্রের শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি কেন আমাকে বিবাহ করিবে না? তব শ্রীচরণে আমার কি অপরাধ হইয়াছে? রাজপুত্র গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে

উত্তর দিল "তোমার দোষ আর কিছুই নাই, কেবল তোমার পাকাটে পাকেটে গঠনটা হইয়াছে।" রমণী একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একটু বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

৪র্থ উপন্যাস।

সিংহলদ্বীপের চোরা-বালীতে পড়িয়া এক রাজকন্যার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এক রাজপুত্র অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "হে রাজকন্যে! তুমি যদি উঠিয়াই আমাকে বিবাহ কর, তবে আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত।" রাজকন্যা বলিলেন,—"তথাস্তু"। তৎপরে এক শিবমন্দিরে নির্জ্জনে মালা বিনিময়পূর্ব্বক উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

এ উপন্যাস চতুষ্টয় হোমিওপ্যাথিমতে সম্পন্ন হইল। এখন জল ঢালিয়া যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে। যত বেশী জল ঢালিবে, তত অধিক সারযুক্ত হইবে।

অথবা, ইহাই অঙ্কুর—ইহা হইতেই বহুবিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বহির্গত হইবে।

অথবা ইহা কারণদেহ বা লিঙ্গশরীর—আপাততঃ অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

এরূপ অতি সংক্ষেপে জমাট বাঁধিয়া উপন্যাস রচনার কারণ এই যে, ডাকমাসুল কম লাগিবে; এবং পড়িতে সময়

নষ্টও কম হইবে। এক খানি পোষ্টকার্ডে চারি খানি উপন্যাস অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে একত্র ছাপাও চলিতে পারে। সর্ব্ব দিকেই সুবিধা।

এখন প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য এক টাকা করিয়া পাঠাইয়া এক একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিলে, গ্রন্থকার সন্তুষ্ট এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হইবে।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তথাপি মনভৃঙ্গ তৃপ্তি মানিল না। মধুবনে ঢুকিল, মধু পান করিল, রসনা রসিল, গলা ভিজল, পেট ভরিল,—তথাপি মনভৃঙ্গ তৃপ্তি মানিল না। খাঁটি মধু মিলে নাই কি?

কি,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? বল—কে মধুতে জল মিশাইয়াছ? বল—কে বিশুদ্ধ সুধারসে কোৎরা গুড় ঢালিয়াছ?—কেহই যদি একাজ কর নাই, তবে মন এমন ক্ষুঁৎ-ক্ষুঁৎ করে কেন? ক্ষীরোদ-সমুদ্রে ডুবিয়াও মন-ক্ষুধার ক্ষয় হয় না কেন? পূর্ণ-পরিতৃপ্তিতে আবার পিপাসা কেন?

উপন্যাস লিখিয়া সুখসম্পদ, ঐশ্বর্য্য যাহা পাইবার, তাহা পাইলাম; কিন্তু মন উঠিল না। কিসে নামটী পাকা চির-স্থায়ী হয়, এবং টাকাও অগাধ আসে,—মন একবার সে উপায় ভাব দেখি? আমি লক্ষ-কোটী বা কোটী কোটী টাকা চাহি না,—আমার খরচা চলিয়া গেলেই হইল। ২১ হাজার টাকা দিয়া কলিকাতায় একটী বাড়ী;—তা ইহার উপর দু-একশ আরও বেশী লাগে, তাতে অপত্তি করিব না। দুখানি গাড়ী, তিনটী ঘোড়া। একখানি পাল্কীগাড়ী,—ছেলেরা চড়ে স্কুল যাবে-আসবে,—আবশ্যক মতে মেয়েরা

কালীঘাটে গিয়া কালী-দর্শন করিবে, দুই একদিন অন্তর ভোরে গঙ্গা নাইয়া আসিবে। এবং একখানি ফিটিংগাড়ী; দুইটা বড় বড় সাদা ঘোড়া যোতা হবে; ঘোড়া দুটা তড়াং তড়াং করে লাফাতে থাকবে; কোচম্যান সাটীনের পোষাক পরে ঘোড়ার লাগাম সজোরে টেনে ধরে থাক্‌বে। আর, প্রত্যহ বৈকালে আমি তাহাতে চড়িয়া সমুদায় কলিকাতা সহর পরিভ্রমণ করিব। গাড়ীতে বসিয়া পথে আলাপী-লোক দেখিলেই তাহার সহিত কথা কহিব। কোন দিন বা সেই গাড়ী চড়িয়া ভবানীপুর, খিদিরপুর, বড়িশা, দমদমা, বারাকপুর, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিব। কলিকাতার চারিতরফ দশ ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত কাহারো অপরিচিত থাকিব না। কলিকাতার দুই ক্রোশ মধ্যে একটী বাগান; তন্মধ্যে দিব্য একটী পুষ্করিণী, এক মুঠা মুড়ি ছড়াইয়া দিলেই ১০ সের, ১২ সের, আধমণ মাছ সকল ভাসিয়া উঠিয়া খেলা করিতে করিতে মুড়ি খাইতে থাকিবে; আমি প্রতি শনিবার বৈকালে বন্ধুগণসহ তাহা দেখিব।—পুকুরটা খাসে রাখিব, না জমাবিলি করিয়া দিব? —জমা বিলি করাই ভাল, কিন্তু গিন্নী তাতে রাগ করিতে পারেন। আচ্ছা খাসেই থাক। বাগানে যে কেবল আমার এক-বাঙ্গালা ঘর এবং ফুলেরই গাছ থাকিবে, তা নহে।

গিন্নী মাছের তেল দিয়ে নটে শাক ভাজা ভালবাসেন, বাগানের মধ্যস্থলে একটু নটে শাকের ক্ষেত থাকিবে। আমার আর বেশী কিছু চাই না, বড় ছেলের নামে কেবল একটু সামন্ত জমিদারী,—১২ শত টাকা মুনফা হইলেই হইল—কালেক্টরীর মালগুজারী ১২॥৵ টাকার বেশী হইবে না। তা এ টাকার সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। এই সমস্ত বিষয় খরিদ এবং মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কত টাকা দরকার? মাসিক দেড় হাজার হইলেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে পারে। যাক্, অত হিসাবপত্রে আর কাজ নাই,—সোজাসুজি ছয় লাখ টাকা হইলে এক রকম গুছাইয়া চালাইয়া লইব। যদি তোমাদের এখন কিছু অকুলান থাকে, তবে না-হয় দশ হাজার টাকা কম দাও। আচ্ছা, এতেও যদি আপত্তি হয়, নগদ পাঁচ লাখ সরবরাহ কর, আমি যেমন করিয়া পারি,—যতই কেন কষ্ট হউক না, সংসার নির্ব্বাহের সুবন্দোবস্ত করিতে কোনরূপ ত্রুটী করিব না। শেষ কথা,—আমাকে যদি একান্তই অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে টাকা নগদ দিয়া কাজ নাই, গিন্নীর নামে চারি লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া দাও, কেবল,—শুদ্ধ—একটী লক্ষ টাকা মাত্র আমার হাতে দাও;—কোনও ঝিক্‌কি করিব না। আমি যখন এতটা ত্যাগস্বীকার করি-

লাম, তখন তোমরা যে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সম্মত হইবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাহি।

সে যাহা হউক, টাকাকড়ীর, ত সুমীমাংসা হইল— এখন গড়ের মাঠে একটী পাথরের মূর্ত্তি থাকে কিসে?—না, পাথরের মূর্ত্তিতে হবে না, পঞ্চাশ বৎসর পরে পাথর ভেঙ্গে বা ক্ষয়ে যেতে পারে। লোহার মূরদ গড়া হউক না কেন? বাজ পড়ে লোহা শীঘ্রই বিচূর্ণ হইবে। সোণার হইলে ক্ষতি কি?—চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। কাঠের মূর্ত্তি আগুণে পুড়িবে, মাটীর মূর্ত্তি জলে গলিবে। অষ্টধাতুর মূর্ত্তি খুব শক্ত হয় নয়? সেই মূর্ত্তির সহিত একটী লোহার শিথ সংয়োজিত থাকিবে, বাজে ফাটিবে না। তাহার চারিদিকে আঁস্তাকুড় করিয়া রাখিব,—শত্রুপক্ষ নিকটে যাইতে পারিবে না। সুতরাং মূর্ত্তিখানি নিশ্চয়ই চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

তাই জিজ্ঞাস্য,—এখন করি কি?—সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় কি?—উপন্যাসেত কুলাইল না—মন উঠিল না।

ভবদেব ভট্টাচার্য্যের মত হই না কেন? লেখাপড়া শিখিবার আদৌ আবশ্যক নাই। যদি দৈবকর্ত্তৃক কোনরূপে লেখাপড়া কিছু জন্মিয়া পড়ে, তবে অন্তত বানান-ভুল একচেটিয়া রাখিতে হইবে।

ভবদেব সরস্বতীর বরপুত্র। ইস্কুলে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত —৺প্যারী বাবুর "৬ষ্ঠ পাঠ্য পুস্তকের" কতকাংশ পড়িয়া, তিনি আউট হন। তারপর চোখে চস্‌মা এবং মুখে সংস্কৃত বুলি। ইস্তক হিতোপদেশের 'কঙ্কণস্ত তু লোভেন' হইতে নাগাইদ সাংখ্যদর্শনের "ঈশ্বরাসিদ্ধে" পর্য্যন্ত সমস্ত বুলিগুলি সুযোগ হইয়া ফুটিল। পিতৃপিতামহের প্রসাদে ভবদেবের অন্নবস্ত্রের অসুখ ছিল না। সুতরাং ঊনবিংশ বৎসর বয়সে স্বয়ং সম্পাদক হইয়া তিনি একখানি ইংরেজী-কাগজ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল;—লোকে ভাবে, তিনি বুঝি ভাল ইংরেজী জানেন না। লোকের সেই ধারণা দূর করাই তাঁহার ইংরেজী-কাগজ-প্রচারের একটী প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কাগজ ছয়মাস চলিল!

ভবদেব বড় ঝানু ছেলে। মাসে মাসে কাগজে লোকসান লাগিতেছে দেখিয়া, তিনি কাগজ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি গোপনে গোপনে দুই এক স্থানে ধর্ম্মের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে লোক-মুখে শুনিতে পাই,— অমুক স্থানে একটী লালটুকটুকে নবীন যুবক ধর্ম্মের বক্তৃতায় সভামণ্ডপ মাৎ করিয়া দিয়াছে। তারপর কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি স্থানান্তরে চলিয়া যাই,—তিন বৎসর আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। শেষে একদিন ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন

কালে রেলগাড়ীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। গেরুয়া বস্ত্রের ঘেরাটোপে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা; বুড়ো ছাগলের মত দাড়ী; দক্ষিণ হস্তে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা;—কৃষ্ণকেশবিশিষ্ট এক দিব্য-পুরুষ নয়নগোচর হইল। আমি তাঁহার মুখপানে ঈষৎ তাকাইয়া বলিলাম—'ভায়া যে!'

ভবদেব আমাকে দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন, থতমত থাইলেন। কিন্তু তিনি সহজে অপ্রস্তুত হইবার লোক নহেন। আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম, যাঁহার দুই কাণ কাটা, তিনি কিছুতেই স্থায়ীরূপে লজ্জিত হন না। 'ভায়া যে!—কোথা হতে?' ভবদেব উত্তর করিলেন, "আমি সৈয়দপুর হইতে আসিতেছি। লোকে ছাড়ে না, টানাটানি করে,—তাই যেতে হয়। কিন্তু যেরূপ কাজের ঝঞ্ঝাট, তাতে কলিকাতায় এক দণ্ড না থাক্‌লে চলে না। তা, সৈয়দপুরের ভক্তবৃন্দ আমাকে কি আসিতে দেয়! আমি তের দিনের পর, এই তাঁদের হাত ছিনিয়ে পালিয়ে আস্‌চি! প্রথম যেদিন সৈয়দপুরে সেকেন-ক্লাস-গাড়ী হইতে নামিলাম,—সেদিন প্রায় এক হাজার ভদ্রলোক প্লাটফরমে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সকলে হরিবোল দিতে লাগিল। কেহ বা আমাকে লইয়া কাঁধে করিয়া নাচিতে উদ্যত হইল। একজন বৃদ্ধ আমার দিকে

আঙ্গুল বাড়াইয়া তাহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে বলিতে লাগিল,—"ইনিই কলিকাতার ৮ খানি কার্গজের একা সম্পাদক।" দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী পর-ষ্টেসনে পৌছিল। আমি আসন্ন বিপদ বুঝিয়া সে কামরা হইতে নামিয়া অপর কামরায় উঠিলাম।

ছয়মাস পরে তাঁহার সহিত কলিকাতায় একদিন দেখা। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "ভায়া, এবার তোমার মাসিকপত্র প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিল কেন?"

ভবদেব। কি করি বলুন? একা,—কোন্ দিক্ দেখি? তবে আমার পাতঞ্জল-দর্শনটা কিছু বেশী পড়া ছিল কিনা,—তাই শীঘ্র দুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম! ঘরে খিল দিয়া লিখিতে বসিলাম! বলিলাম, যে ব্যক্তি দোয়ারের কপাট ঠেলিবে, তাহাকে খিল খুলিয়াই ঠেঙ্গাইব। এই কথা বলিয়া এক এক পাতা করিয়া পাতঞ্জলের প্রবন্ধ লিখিয়া জানেলা গলাইয়া ফেলিতে লাগিলাম,—আর হেড-কম্পোজিটার তাহা কুড়াইয়া লইয়া কম্পোজিটারগণকে দিতে লাগিল। একা আমি,— বাইশ জন কম্পোজিটারকে নিযুক্ত রাখিলাম।

আমি। অতি উত্তম কাজ।

ভব। আমি যদি একজন সহায় পাইতাম, তবে আমি পৃথিবী উল্টাইতে পারিতাম।

আমি। ঠিক কথা!

ভব। দেখুন, আমি যে এত অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিতেছি, তা এসবে আমার স্বার্থ কিছুতেই নাই। পয়সা দেখিলেই আমার রাগ হয়। আমার ধর্ম্ম নিষ্কাম। গীতোক্ত ধর্ম্মই আমি প্রতিপালন করিয়া থাকি। শ্রীভগবান গীতায় উপদেশ দিয়াছেন,—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রেং সমবেতা যুযুৎসং।
মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিমুকুর্ব্বত রাঘবং॥

আমি। অতি সুন্দর!—আপনি গ্রন্থকার হইয়াছেন নয়?

ভব। ১১ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। বেদান্তের ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছি।--কিন্তু ঈর্ষা বড় বলবতী জিনিস। সংসার অতি কুপল্লী স্থান। বড়লোক হইলেই অনেক শত্রু জুটে। নিন্দকগণ রাষ্ট্র করিয়াছে,—কি বাঙ্গালা, কি সংস্কৃত, কি ইংরেজী—কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ আমি নিজে লিখি নাই, লিখিতেও জানি না, সমস্তই পরকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছি। ছি! আমি কোথা পরের উপকারের জন্য সদাই কেবল আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিতেছি; লোক কিনা কেবল আমার মন্দের চেষ্টাতেই আছে। হিংসা! হিংসা! হিংসা।

দুই বৎসর পরে ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার কলিকাতায়

আসিলাম। দেখিলাম,—“কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথে প্লাকার্ড আঁটা ; তাহাতে তালগাছ প্রমাণ দীর্ঘ দীর্ঘ অক্ষরে লেখা আছে—“ভবদেব-সম্পাদক।” অন্যান্য ক্ষুদ্রপ্রাণ সম্পাদকগণ তাঁহার জীবনচরিত অনুসন্ধান করিতেছেন,—কেহবা কাঠে ছবি কাটাইয়া রাখিতেছেন। কি জানি হঠাৎ কবে সম্পাদকের মৃত্যু ঘটে। শুনিলাম, সম্পাদকের পুস্তক-নিচয় হুহু কাটিতেছে,—ডাকঘরে অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, প্রত্যহ ২০০৲ টাকার মনি-অর্ডার কম আসে। আরও হেরিলাম, যত বড়লোক বা ‘দেশের মাথার’ সঙ্গে তাঁহার মাথামাথি আলাপ। দেখিয়া শুনিয়া আমি’ত আর নাই,—অবাক্।

এক্ষণে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ভবদেবের অষ্টধাতুর মূর্ত্তি গড়ের মাঠে নিশ্চয়ই শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেবল গ্রন্থ বিক্রয়ে প্রত্যহ ২০০৲ টাকার আমদানি, কিছু কম ব্যাপার নহে। ইহা ব্যতীত দাঁওমারা বিলক্ষণ আছে।

তাই বলি, ভবদেবের মত হইলে ক্ষতি কি? সর্ব্বদিকেই সুবিধা। আরও একটু কসিয়া দাঁও-মারিতে পারিলে, দুই বৎসরের মধ্যে অভিপ্সীত অর্থ নিঃসন্দেহে সংগৃহীত হইতে পারে। এতক্ষণে বুঝি মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

অভাগা যে দিকে চায়,
সাগর শুখায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।

আমার পক্ষেতে যেন ঠিক সেইরূপ প্রায় ঘটিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, যে পথ ধরি, যার নাম স্মরি,—তাহাতেই বিঘ্নবাধা বিপত্তি।

ভবদেব ভট্টাচার্য্যের মত হওয়া হইল না। সব পারি,—কিন্তু পারি না কেবল একটা। ইংরেজী খবরের কাগজ বাহির করিতে পারি, (ইংরেজী কেন, হিব্রু হইলেও ক্ষতি নাই), দুকাণকাটার ন্যায় অম্লান-বদনে ধর্ম্মের বর্ক্তৃতা এক-দমে একপ্রহর করিতে পারি; গেরুয়া বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া যখন-তখন যেখানে-সেখানে বেড়াইতে পারি; অধিক কি, কৌপীন আটিয়া বা উলঙ্গ হইয়া, পথে পথে প্রতিদিন পরি-ভ্রমণ করিতে পারি;—আমি না পারি কি?

কিন্তু পারি না এক। বানান-ভুল একচেটিয়া করিতে কখন শিখি নাই। কেমন অভ্যাসের দোষ, যতই কেন চেষ্টা করি না,—বিশুদ্ধ বানান কলমের মুখে হঠাৎ কেমন

আগে আসিয়া পড়ে। এ রোগ দূরীকরণের জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,—কিন্তু যাত্রাকালে হাঁচি পড়ায়, সে কার্য্যও ঘটিল না। সুতরাং বলিতে হইল,—ভবদেবের ন্যায়ও হইতে পারিলাম না।

তবে এখন করি কি? সাহিত্য-বিভাগ ছাড়িব কি? ছাড়িতে ভয় করি না,—ছত্রিশ পথ খোলা। কিন্তু এমন সরস, সসার, সুখভরা 'বিভাগ' আর কোথাও মিলিবে না! সাহিত্য-বিভাগের মায়া হঠাৎ কেমন করিয়া ছাড়িব?—

আচ্ছা, সেই মহাপথে প্রস্থান করিব না কেন? সবদিকই বজায় থাকে।

এ পথে কিছুই চাই না,—কেবল বিজ্ঞাপন। চাল চাই না, চুলো চাই না, নাম চাই না, ধাম চাই না,—চাই কেবল বিজ্ঞাপন। পরিধানে টেনা নাই, শয়নে চেটা নাই, অঙ্গে তেল নাই, পায়ে জুতা নাই—আছে কেবল বিজ্ঞাপন। নাক নাই, কাণ নাই, মুখ নাই, হাত নাই—আছে কেবল বিজ্ঞাপন। লেখা জানি না, পড়া জানি না, শোনা জানি না, অক্ষর জানি না,—জানি কেবল বিজ্ঞাপন। বাপ মানি না, মা মানি না, স্ত্রী মানি না, ভগবান মানি না—মানি কেবল বিজ্ঞাপন। লাট চিনি না, জজ চিনি না, হাকিম চিনি না, উকিল চিনি না—চিনি কেবল বিজ্ঞাপন। আকাশে

বিজ্ঞাপন, পাতালে বিজ্ঞাপন, পৃথিবীতে বিজ্ঞাপন, সমুদ্রে বিজ্ঞাপন, পাহাড়ে বিজ্ঞাপন, মরুভূমে বিজ্ঞাপন, জঙ্গলে বিজ্ঞাপন, চন্দ্রে বিজ্ঞাপন, সূর্য্যে বিজ্ঞাপন—সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন!—বিজ্ঞাপন!—বিজ্ঞাপন!—আর অন্য বুলি নাই।

সে বিজ্ঞাপন কেমন?—

প্রথম খণ্ড।

অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

ইহাতে সাহিত্য আছে, সঙ্গীত আছে, প্রেম আছে, পরিণয় আছে, সুধা আছে, মধু আছে, লুকোচুরি আছে, দেখানো-দেখানো আছে, মালিনী মাসীর মুচ্‌কি হাসি আছে, শ্যাম-নটোবরের মধুর বাঁশী আছে এবং গোপাঙ্গনাগণের কলসী কাঁখে আছে।

আরও আছে। নবযৌবনের নবাঙ্কুরে নবীনাকে কি করিতে হয়, কিরূপে চলিতে এবং চালিত হইতে হয়, কেমন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয়;—সর্ব্বতত্ত্বই এ গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এবং নব-যৌবনে নবীনেরও এতৎসম্বন্ধে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা তাহা তত্ত্বভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, এবং ক্লীবতত্ত্ব—এই ত্রিতত্ত্বের প্রকৃত

তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। যৌবনে যে সকল ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী, তাহার অব্যর্থ, অমোঘ, অসাধারণ ঔষধ, এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পঠন-কালে পাঠকের হাসিতে হাসিতে কখন নাড়ী ছিড়িবে, কাঁদিতে কাঁদিতে কখন চোখ ভাসিবে, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কখন নাকের রস গড়াইবে,—দীর্ঘ নিশ্বাসে কখন ঝড় বহিবে, রাগে কখন পেট ফুলিবে, দুঃখে কখন দেহ জ্বলি-জ্বলি করিবে, সুখে কখন ঘুম আসিবে। কখন কোকিল কু দিবে, অলি গুণগুণ করিবে, পদ্মফুল মধু বিলাইবে; কখন বা কাক কা-কা ডাকিবে, মাছি ভণ্ ভণ্ করিবে, মশা শন্ শন্ করিবে, সীমুলফুল বাতাসে উড়িবে।

স্বর্গে যাহা নাই, নরকে যাহা নাই,—অপূর্ব্বে তাহা আছে। বিজ্ঞানে যাহা নাই, দর্শনে যাহা নাই,—অপূর্ব্বে তাহা আছে। শাস্ত্রে যাহা নাই, ব্যবহারে যাহা নাই, ঘরে যাহা নাই,—অপূর্ব্বে তাহা আছে।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ১৯শে মাঘ একাদশী বেলা ৩টা ৯॥০ মিনিট পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। কিন্তু অদ্য হইতে এক মাস মধ্যে যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা অধিকন্তু ৯৯৯ রকম উপহার পাইবেন। ক্লকঘড়ি, ওয়াচ, চেইন,

বারাণসী সাড়ী, সোণার ফুল, সোণার আংটী—ধনেখালির খৈচুর, হুগলীর মিশি, *কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বর্দ্ধমানের মিহিদানা, মানকরের কদমা, (গ্রাহকের পুকুর থাকিলে) বর্ষাকালে দামোদরের পোণা, (গ্রাহকের স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা হইলে) পাতখোলা, কুলচুর, আমচুর, নুননেবু, কর্পূরকাত পান,—এবং কপিলা গাই, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, ধন্বন্তরী, সুধার কলসী, স্বয়ং লক্ষ্মী এবং নগদ ৫১ হাজার টাকা,—এই গুলি উপহারের বিশেষ বিশেষ সামগ্রী। যাঁহার যাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাঁহারা ইহার মধ্যে একটী বা দুইটী বা একত্র তিনটী সামগ্রী উপহার পাইতে পারেন। গ্রাহকগণের গ্রহগণ সুপ্রসন্ন থাকুক বা না থাকুক,—সামান্য অর্থাৎ দশ টাকা মূল্যের উপহারে কেহই বঞ্চিত থাকিবেন না। অতএব গ্রাহবগণ সত্বর হউন,—অপূর্ব্বগ্রন্থ আর অধিক নাই—প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

অপূর্ব্বগ্রন্থ,—

বিনামূল্যে বিতরিত!

সুতরাং ডাকমাসুল,	—২৸৶১৫
সুতরাং প্যাকিং চার্জ	—১৷৶৫

মোট—৪৲ চারি টাকা।

চারি টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা একান্ত অসমর্থ, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-ডাকমাশুল ও অর্দ্ধ-প্যাকিং-চার্জে অর্থাৎ দুই টাকায় দেওয়া যাইবে;—শিক্ষিতা মহিলা-কুল স্বয়ং পত্র লিখিলে এক টাকায় পাইবেন।

সাধু সাবধান!

আজকালি কলিকাতায় জুয়াচোরের সংখ্যা বেশী। কিন্তু আমাদের ইহা ধর্ম্মের সংসার। পাই পয়সা এদিক ওদিক হইবে না। একজন নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অপূর্ব্ব আফি-সের অধ্যক্ষ। পুস্তক পছন্দ না হইলে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে মূল্য ফেরত দি। নারায়ণ! নারায়ণ!

এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা,—এই অপূর্ব্ব-গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া লোকের কুলমান ধন প্রাণ রক্ষা করুক;—দেশের গৌরববৃদ্ধি হউক; ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল হউক; ইংলণ্ড-মাসীর চক্ষু প্রস্ফুটিত হউক; চীন-পিসীর বাহুতে বল বাড়ুক, এবং রোম-ঠাকুমার ম্যাটসিনীগণ চিরজীবী হউক।

শ্রীমহীরাবণ এণ্ড কোং।

সাং ৪৯ নং ফফলু সেখের গলি, কলিকাতা।

এইরূপে বিজ্ঞাপনে একমাস মধ্যে লক্ষাধিক টাকার আম-দানী হইবে না কি? নিশ্চয়ই হইবে। আবার মাসান্তে নাম

ভাঁড়াইয়া, নূতন স্থানের ঠিকানা দিয়া, নূতন ঢঙের বিজ্ঞাপন দিলেই চলিবে। যদি কিছুই না হয়, তবে এইরূপে এক বৎসরে অন্ততঃ নয় লক্ষ টাকা উপার্জ্জিত হইবে। তখন আর আমাকে কে পায়?

এতদিনে বুঝিলাম,—এই পথই সোজা। এইবার একবার হরি হরি বল।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুতেই কিছু হইল না। সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধ ফলপ্রদান করে না। বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতপ্রমাণ বালির বাঁধের বাধা মানে না। বিশ-হাজার মণ আবীরে বঙ্গোপসাগরের জল লাল হয় না।

কুলাইল না। যত্র আয়, তত্র ব্যয় ত বটেই,—অধিকন্তু কিছু দেনা থাকিয়া যায়। আয় যতই কেন বৃদ্ধি হউক না,—আমার কিন্তু সেই কেওড়াকাঠের তক্তাপোষ, মুড়িশেলাই চাদর, ছেঁড়াচটী, মাটীর বদ্না, কলাপাতে ভাত ঘুচিল না। তাই বলিতে হয়,—

পঞ্চম মঙ্গল কার রন্ধ্রগত শনি।
কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী॥

তবে কি হয়? সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে সাহিত্যকে দূর করিলাম। এখন বুঝিয়াছি,—সাহিত্য-বিভাগ মাকাল ফল। দেখিতে টুক্‌টুকে,—মনভুলানে বটে; কিন্তু ভিতর ভুয়া। কুৎসিতা তাড়কা-রাক্ষসী এতক্ষণ সুন্দরীর মুখস পরিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু শেষে ধরা পড়িল।

ভয় নাই, ভয় নাই। বিলাতের হলওয়ে সাহেব বড়ী বেচিয়া কোটী কোটী টাকা রোজগার করেন। দেশীয় ডিঃ

গুপ্ত ম্যালেরিয়া মিক্‌চারে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। আমি কি কেহ নই?

আমি এমন ঔষধ বাহির করিব, যদ্দ্বারা পদ্ম পদ্ম পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ মুদ্রা এককালে উড়াইয়া আনিব। ঘায়ের ঔষধ কেমন? ঘা কয়টা লোকের আছে? নাইই বা কার? কিন্তু ঘা অপেক্ষা মেহ ভাল। মেহর মহৌষধ বাহির করিলেই একবারেই বড় মানুষ। কোন্ বেটার মেহ নাই? যিনি যেমন কেন শূরবীর হউন না,—ও-রোগটা থাকিবেই থাকিবে।

আরম্ভে একটু যোগাড়যন্ত্র চাই। ঔষধ তৈয়ারির পূর্ব্বে এইরূপ কয়েকখানি সার্টফিকেট আবশ্যক। সেনাপতি দুর্জ্জন সিংহ শিমলাশৈল হইতে লিখিতেছেন,—"মহীরাবণ শর্ম্মার ঔষধে আমার পঞ্চাশ-বৎসরের মেহ পাঁচ মিনিটে আরাম হইয়াছে।" রাজা ধরণীধর রাজপুতনা হইতে লিখিতেছেন,—"এম শর্ম্মার ঔষধের ফল অতি চমৎকার। ৯৯ বোতল আরক ভ্যালুপেবলে শীঘ্র পাঠাইবে।" ডাক্তার গবেশচন্দ্র গোয়াড়ী হইতে তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন,—"দশ হাজার রোগীর মধ্যে নয় হাজার নয় শত নিরানব্বই ডেসিমেল নয় জন আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।" আর এক খানি পত্র এইরূপ হইবে। কোন

সহরালা লিখিতেছেন, "ডাক্তারী কবিরাজী হেকিমি হোমিওপ্যাথী,—কিছুতেই আমার রোগ ভাল হয় নাই। দার্জিলিঙ্গের স্বাস্থ্যনিবাস, বৈদ্যনাথের বাঙ্গালা-ঘর, শিমলার শীত বায়ু, কাশ্মীরের কমনীয় উপত্যকা,—এ সব কিছুতেই ব্যাধির উপশম হয় নাই। কিন্তু আপনার সিকি বোতল ঔষধে আমার ষোল-আনা রোগ সম্পূর্ণ সারিয়াছে। হে মহীরাবণ! আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতে থাকুন।'

যোগাড়ে কি না হয়? যে উপায়ে হউক, ঔষধের এইরূপ কতকগুলি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া ঔষধ বেচিতে আরম্ভ করিব। তখন পাথরে পাঁচ কিল; এবং বৃহস্পতি একাদশে অবস্থিতি করিবেন।

এইটী আমার শেষ-উদ্যম। এইবার কথা ফুরাইবে। পেটেণ্ট ঔষধ বেচিয়াও, যদি বড়লোক হইবার বিঘ্ন ঘটে, তবেত দাঁড়াইয়া মাটী! কারণ ইহাই এখন চরম মন্ত্র,—আর নাই। তাই বলি,—মন! একবার ভাল করিয়া ভাবো,—কিসে কি হয়?

জ্বরের মহৌষধ মন্দ কি? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে—যত প্রকার জ্বর আছে, এই এক ঔষধে সব আরাম হইবে। পালাজ্বর, কম্পজ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, অষ্টপ্রহরী-জ্বর, দ্বৌকালীন,

ত্রৈকালীন, পঞ্চকালীন জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, অগ্রমাস, নেবা, পাণ্ডু, শোথ, কাশি, হাঁপানি, যক্ষা, শূল, ত্রিশূল, চক্ষে ছানি, পায়ে গোদ, গলায় গলগণ্ড, দাঁতে পোকা, গায়ে ছুলি, মাথায় টাক,—একই ঔষধে সর্ব্বরোগ দূর হইবে। কিন্তু ইহাতে কয়েকটী বাধা-ঘটিত আপত্তি আছে। ১ম, জ্বর বঙ্গদেশেই প্রবল। জ্বরের মহৌষধ নাম দিলে, ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহা ত বিক্রয় হইবে না। ২য়, ইহাতে নূতনত্ব নাই। এ পথের অনেক পথিক,—অনেক বড় বড় গুরু। সংসারে হঠাৎ শিষ্যত্ব স্বীকার করিব কেন? ৩য়,—জ্বরের ঔষধে প্রতিযোগিতা আছে।

এমন একটী সুমহান্ ঔষধ বাহির করিতে হইবে,—যাহা সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বকালপ্রিয়, এবং সর্ব্বদেশপ্রিয় হইবে। বিশেষত্ব এই,—সে ঔষধের নাম শুনিলেই মহিলাকুলের মন আগে আকুল হইয়া উঠিবে। সে ঔষধ আনিতে ঈষৎ বিলম্ব হইলেই, স্ত্রী অভিমানবশে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবেন, অথবা ভূমিতলে শয়ন করিয়া সদাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকিবেন, আর, সে ঔষধ-সরবরাহে একবেলা বিলম্ব ঘটিলে স্ত্রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে থাকিবেন।

সে ঔষধ কেমন?—তবে শুন।

সে ঔষধ বিনয়পূর্ব্বক দৃঢ় ভক্তির সহিত সেবন করিলে বলবৃদ্ধি, তেজবৃদ্ধি, উৎসাহবৃদ্ধি এবং স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধি হইবে।—রহ। অগ্রে একটা আলোচনা করা যাউক।

মানুষের হৃদয়গত ভাব বুঝিয়া, ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ লোকেই ভাবেন,—আমি যদি আর একটু মোটা হইতাম, আমার যদি আর একটু লাবণ্যবৃদ্ধি হইত, আমার যদি চুলগুলি আর একটু মিহি, চিক্কণ চোস্ত হইয়া চেরা-সীঁথির পক্ষে সাহায্য করিত, তবে আমার সংসার কিবা সুখময় হইত! যে,—কালো, সে-ও সাবানে গা ঘষিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া প্রাণান্ত হয়,—ইচ্ছা, যদিই কোন গতিকে একটু ফর্শা হইয়া পড়ে। যে,—ধল, সে-ও সাবানে গা ঘষিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া দেহপাত করে—অভিলাষ, কিসে রঙটা আরও একটু উজ্জ্বল হয়। যে মহোদয় কালোও নন, ধলো ও নন—না-এদিক, না-ওদিক—দুএর বার, অর্থাৎ পেঁশুটে রঙ বা ময়ূরকণ্ঠী চঙ,—দেখিবে মহা-মাজনে তাহার দেহের দুই পুরু ছাল উঠিয়া গিয়াছে! ফল কথা, মাজামাজি, ঘষাঘষি, ছাল ছেঁড়াছিঁড়ি, এ সংসারে অবিরতই চলিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ঔষধের গুণবর্ণন, এই ভাবেই করা উচিত;—

"ঔষধসেবনে দেহ পুষ্টিলাভ করে; কণ্ঠা আর কাহারও

দেখা যাইবে না। হাড়্পেকে পাকাঁসিটে গড়ন থাকিবে না। নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি নামিবে। গাল ফুলিবে। নাকটী বাঁশী-পানা হইবে। এক একটী আঙ্গুল চাঁপা-কলার স্থায় দেখাইবে। গায়ে টুসি মারিলে রক্ত পড়িবে।

"বিশ্বপিতার এমনি সৃষ্টিকৌশল যে,—অধিকন্তু, এই মহৌষধ সেবন করিতে করিতে কটীতট ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিবে। চক্ষুর কোটর বলিয়া যে একটা কথা আছে, অভিধানে তাহা উঠিয়া যাইবে;—আয়ত লোচনখানি জলে নীলপদ্মবৎ সদা ঢল ঢল করিবে! বক্ষস্থল সু-প্রশস্ত, সু-উন্নত, সু-মৃদু অথচ সুকঠিন হইবে। কণ্ঠে কল-কোকিল সদা কেলি করিবে। আর, রঙ কাঁচা-সোণাবৎ উজ্জ্বল হইবে।"

কিন্তু কাঁচাসোণা কেহ কেহ পছন্দ করেন না;—কেহ দুধে-আলতা ভাল বাসেন; কাহারও মতে চাপা ফুলের রঙ উৎকৃষ্ট।

সুতরাং "রঙ কাঁচাসোণাবৎ উজ্জ্বল হইবে,"—বিজ্ঞাপনে একথাটা লেখা যুক্তিযুক্তি নহে। "রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে",—এইরূপ স্থূল কথা লিখিলেই সব দিক বজায় থাকে। যাঁহার যেমন সখ, তিনি সেই ভাবেই আপন রঙ ফলাইয়া লইতে পারিবেন। বিশেষণে একটু বিশেষত্ব রাখিলে ক্ষতি কি? যথা,—"রূপ-লাবণ্য এত দূর বৃদ্ধি হইবে, কান্তি এতরদূ কম-

নীয় হইবে, অঙ্গের ত্বক এতদূর চিক্কণ হইবে যে, দর্পণের ন্যায় তাহাতে মুখ দেখা যাইবে।” অতি সুন্দর কথা।

বিজ্ঞাপনে আর একটা কথার প্রয়োজন। যত বয়স বৃদ্ধি হইতে থাকে, লোকের যেন ততই আশঙ্কা হয়,—কেমন যেন অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। যাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স, তাহার চেষ্টা,—কিসে তিনি চব্বিশ বৎসরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়েন। যাহাতে মস্তকে পরিপক্ক চুল জন্মগ্রহণ না করে, গণ্ডদেশ বার্ত্তাকুদগ্ধবৎ বন্ধুর-ভাবাপন্ন না হয়, মাংস শিথিল না হয়,—এই ভাবনাতেই তিনি অস্থির। এ দিকে বালকগণ কেবল একাগ্রচিত্তে যৌবন আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন;—কেহ কামাইয়া গোঁফ তুলিবার সুচেষ্টায় ফিরিতেছেন,—কেহ বা এলবার্ট টেরি কাটিয়া, নাকে চসমা রাখিয়া, বুক-পকেটে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া, আড়নয়নে চাহিয়া,—নব-যৌবনের সূচনা করিতেছেন। যে দিক দিয়াই দৃষ্টিপাত কর,—যৌবন-জলধি মধ্যে সাঁতার দিতে সকলেরই সাধ! সুতরাং ঔষধের গুণবর্ণন এইরূপ করিতে হইবে;—

“এই মহৌষধ সেবনে মাংস স টান স-তেজ থাকিবে,—যৌবনভাব সর্ব্বদাই সুরক্ষিত হইবে; অঙ্গ-সৌষ্ঠব পূর্ব্ববৎ ঠিক সমান থাকিবে।”

অতি গোপনীয় কথা। এই ঔষধে বন্ধ্যারমণীর সন্তান জন্মিবে। মৃতবৎসা দোষ ঘুচিবে। এবং সহধর্ম্মিনী পতি-মনোমোহিনী হইবে।

আরও কতকগুলি কথা চাই। বৈকালে অনেক বাবুরই মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করে (করুক, আর না করুক, অন্তর তাঁর তাহাই বোধ হয়); সদাই গা অলস-অলস লাগে; মাঝে মাঝে হাই উঠে; একমাস অন্তর সর্দ্দি হয়; সকল দিন ক্ষুধা সমান থাকে না; অনেক সময় মান্দ্য ক্ষুধা ঘটে; কোন কোন দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না; ছয়মাস অন্তর পেটের অসুখ হয়; দেড়মাস অন্তর অম্বলে বুক জ্বালা করে, বৎসরে তিনবার জ্বরভাব হয়; পক্ষান্তে দু এক দিন গা বেজার-বেজার করে; শীতকালে কখন কখন কাশিতে কাশিতে পেট টাটায়;—এই ধরণের সমস্ত রোগই ঔষধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাও লিখিতে হইবে।

ঔষধটী সুস্বাদু হইবে।—খাইতে কাহারও কষ্ট না হয়। টক্-টক্, মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাল-ঝাল হইবে। দুর্গন্ধযুক্ত বদ্‌খৎ ঔষধ হইলে রমণীকুল সেবনে স্বীকৃত হইবে না।

বলিব,—এ মহৌষধ, এক জটাবল্কলধারী মহাসন্ন্যাসী-প্রদত্ত। সন্ন্যাসীর বাড়ী তিব্বতদেশে বলাই ভালো। কারণ দূরত্বে মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয়। আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া

সন্ন্যাসী ঔষধটী দিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন,—বহু অন্বেষণেও আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই।

পথ্য,—একবেলা ভাত, এক বেলা রুটী বা গরম গরম লুচি। একান্ত অভিলাষ জন্মিলে, দুইবেলাই অন্নাহার করিতে পারেন।

ঘৃতপক্ক সামগ্রী,—মেঠাই, রসগোল্লা, জিলিপি, নিমৃকি' কচুরি, থাজা, গজা।

(ঘৃত ভেজাল হইলে কদাচ স্পর্শ করিবে না।)

বৈকালে ছানা, চিনি, মুগের ডাল ভিজানো। আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, নিচুর সময় নিচু।

রোগী-বিশেষে মৎস্য, মাংস প্রভৃতি।

প্রত্যূষে উঠিয়াই ভ্রমণ আবশ্যক। শরীরের অবস্থা বুঝিয়া স্নান। অবস্থা বুঝিয়া অধিক রাত্রি জাগরণ। উত্তম উত্তম সরস উপন্যাস পাঠ বা ধর্ম্মকথা শ্রবণ।

অক্ষুধায় আহার একান্ত নিষেধ। ক্ষুধার মাত্রা বুঝিয়া খাইতে হইবে। একটু ইতরবিশেষ হইলেই ঔষধের গুণ ধরিবে না। ঔষধের নাম "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

যিনি অতি ভক্তিসহকারে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" সেবন করিবেন, তিনি সর্ব্বরোগমুক্ত হইয়া ইহলোকে অনন্ত যশ, পরলোকে পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন।

কোন চিন্তা নাই। অনেক সময় রোগটা কেবল মনের ধাঁধা। সুতরাং শতকরা ৭৫ জন যে উক্ত ঔষধে রোগমুক্ত হইবে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। যিনি রোগের উপশম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিব,—তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন কর নাই,—অথবা ঔষধ সেবনের সময় তোমার দৃঢ় ভক্তি ছিল না।" ইহাতেও যিনি পীড়াপীড়ি করিবেন, তাঁহাকে সাফ্ জবাব দিব,—"তোমার পরমায়ু নাই, মরণ নিকট, আমি কি করিব? আমিত আর স্বয়ং ঈশ্বর নহি।" বিশেষ একবার পসার বাধিয়া উঠিলে আর কে কাহাকে মানে?—তখন মাথায় জুতা মারিব, আর ঔষধ বেচিব। আমার কাছে তখন ঘেসে কে?

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তবে সকলে একবার হরি হরি বল।



উপসংহার।

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—

"লাভ আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।"

আমার পক্ষে এখন তাই ঘটিল। পৈতৃক বাস্তুভিটা বাঁধা দিয়া ঔষধের বিজ্ঞাপন চালাইলাম। কিন্তু ফল ফলিল না, ফুল ধরিল না, গাছ বাড়িল না, বীজেরও অঙ্কুর হইল না। এতদিন ভস্মে ঘি ঢালিলাম। এখন কেবল গলায় দড়ী দিয়া মরিলেই হয়।

কিন্তু তাই বা কৈ পারি? অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এখন বুঝিয়াছি,—"কপালং কপালং কপালমূলং।" নচেৎ অপরে যে কাজ করিয়া লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা পাইল, আমি ঠিক সেই কাজে ফকীর হই কেন? কেন?—ইহার এক উত্তর,—কপাল।

হায়! সেদিন কোথায়, যেদিন আমি ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া কেবল লাখ্ টাকার স্বপন দেখিতাম?—সে দিন কোথায়,—যেদিন দশ হাজার টাকার নিয়ে কেহ উচ্চারণ করিলে, ঘৃণায় আমি নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম! হায়রে সে! সব কাল কোথায় গেল, যখন আমার দ্বারে ২৪ ঘণ্টা সেকেন-ক্লাস গাড়ী বাঁধা থাকিত?—হায়! হায়!

এখন যে খাইতে পাই না। চলে কিসে, করি কি, উপায় কি

তাই বলিতে হয়, কেন লেখাপড়া শিখিলাম, কেন বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম, কেন ভদ্রলোক হইলাম?—নহিলে মুটে-গিরিতে অনায়াসে দিনপাত করিতাম।

মরি!—হায়, হায়, হায়।
উদর বিষমচিন্তা ভেবে প্রাণ যায়।
হায় কেন মাটি খেয়ে লভিনু বিদ্যায়।
ধর, ধরগো আমায়,—আছো কে কোথায়॥

